বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য ফেরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আসমান-যমীনের সবকিছু তার জন্য ক্ষমা ও দোয়া প্রার্থনা করে; এমনকি পানির গভীরের মাছও। আবেদ ব্যক্তির উপর 'আলিমের ফজিলত হলো যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা।

– সুনানে আবু দাউদ (হাদিস নং ৩৬৪১)

Edভেঞ্চার

প্রবাসে উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

ড. শেখ ফারুক আহমেদ

Shobaz প্রকাশনী

Edভেঞ্চার

প্রবাসে উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

ড. শেখ ফারুক আহমেদ

সৌজন্যে এবং সার্বিক সহযোগিতায়

কৃষি হাসপাতাল

Shobaz প্রকাশনী

Edভেঞ্চার

প্রবাসে উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

প্রথম প্রকাশঃ ২০২৫ ইং

দ্বিতীয় সংস্করনঃ ২০২৬ ইং

সবায প্রকাশনী

ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্যঃ ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Edventure (Probashe Ucchoshikkhar Roadmap) by Dr. Sheikh Faruk Ahmed. Second Edition: 2026. Published by Shobaz publisher. Price: 450 (Four hundred fifty) Bangladeshi Taka only.

কপিরাইট © ২০২৫ — সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই বইয়ের কোনো অংশ লেখকের বা প্রকাশনীর পূর্বানুমতি বহির্ভূত আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, ইলেকট্রনিক বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, অনুলিপি, সংরক্ষণ বা পুনঃপ্রকাশ করা যাবে না। শুধু ন্যায্য ব্যবহার এর আওতায় পর্যালোচনা, সমালোচনা বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সীমিত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অবশ্যই যথাযথ সূত্র উল্লেখপূর্বক।

Copyright © 2025 — All Rights Reserved.

No part of this book may be reproduced, reprinted, copied, stored, or republished in any form whether photographic, audio, video, electronic, or otherwise without prior permission from the author or publisher. Limited quotations may be used under fair use for the purposes of review, criticism, or educational use, provided that proper citation is given.

উৎসর্গ

এই বইটি উৎসর্গ করছি –

আমার প্রাণপ্রিয় পিতামাতা এবং শিক্ষকদের প্রতি, যাঁরা আমাকে উচ্চশিক্ষার প্রতি সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন।

আরও উৎসর্গ করছি –

সেই সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি, যাদের স্বপ্ন সীমান্তের ওপারে।

মুখবন্ধ

খ্যাতিমান কোনো লেখক আমি নই। সাহিত্যচর্চার আনুষ্ঠানিক কোনো পরিসর থেকেও আসিনি। জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকেই বইটি লিখেছি। শুধু সেই কথাগুলোই বলার চেষ্টা করেছি, যা জীবন আমাকে দেখিয়েছে এবং যা আমি নিজে উপলব্ধি করেছি। লেখার সময় ভাষার শুদ্ধতা বা নির্দিষ্ট কোনো রীতির প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেইনি; বরং সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি সহজভাবে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় ভাব প্রকাশ করতে, যাতে পাঠক যে স্তরেরই হোন না কেনো, সহজেই বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারেন। পাঠকের কাছে তথ্য ও বক্তব্য পৌঁছে দেওয়াই ছিল আমার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

বইটিতে হয়তো অনেক সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে; কোথাও কোথাও শুধরে নেওয়ার মত ভুলভ্রান্তি চোখে পড়তে পারে। এগুলো নিছক আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমারেখা। পাঠকের উদার দৃষ্টিতে এসব সীমাবদ্ধতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে— এটাই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

– ড. এস এফ আহমেদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি আমার পরিবার এবং শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের অগাধ ভালোবাসা, অভিজ্ঞতা, ধৈর্যশীল দিকনির্দেশনা এবং অবিরাম প্রেরণাই আমাকে উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছে। আপনাদের মানসিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া এই প্রচেষ্টা প্রায় অসম্ভব হতো। বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞ আমার সে সকল শিক্ষকদের প্রতি যারা সরাসরি তত্ত্বাবধান, পরামর্শ এবং সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আমাকে উন্নতির পথ দেখিয়েছেন।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাদের সকলকে যাদের সহায়তা ও সমর্থনের দ্বারা অত্র বইটি রচনা সম্ভব হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমার সহধর্মিনী কৃষিবিদ জান্নাতুল ফিরদাউস বনি, বন্ধু কৃষিবিদ রিজভী চৌধুরী এবং কৃষিবিজ্ঞানী ছোট ভাই আশফিকার রহমান দোয়েল এই তিন জনকে। তোমাদের সহযোগিতা এবং উৎসাহ না থাকলে হয়তো এই বইটি কখনোই লেখা হত না। সবশেষে, আমি আমার সেসব শিক্ষার্থী এবং ভক্তবৃন্দদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাদের উদ্দেশ্য ও আগ্রহ আমাকে বইটি রচনার প্রেরণা দিয়েছে। আশা করি বইটি তাদের উচ্চশিক্ষার পথে সহায়ক হবে।

– ড. এস এফ আহমেদ

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	১৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১৫
কেমন ছিল আমার Edভেঞ্চার	১৯
উচ্চশিক্ষা নাকি সরকারি চাকরি	৪৯
নিজেকে সত্যিটা বলুন; কেন উচ্চশিক্ষা নিতে চান?	৬৩
কোন দেশ, কোন বিশ্ববিদ্যালয়, আর কোন বিষয়	৬৭
স্কলারশিপ নাকি ফেলোশিপ	৭৭
কে হবেন আপনার একাডেমিক সুপারভাইজার	৮৮
সুপারভাইজার পাওয়ার ভিক্ষার্থী পন্থা	৯৫
আদর্শ ই-মেইল লেখার বাস্তবধর্মী নিঞ্জাটেকনিক	৯৯
কীভাবে হবেন সুপারভাইজারদের চোখে আদর্শ প্রার্থী	১১১
উচ্চশিক্ষা অন্বেষণে গবেষণা প্রবন্ধের গুরুত্ব	১২১
কেমন হবে আপনার সিভি	১২৯
যাচাই করুন আপনি প্রস্তুতির কোন স্তরে	১৩৫
একনজরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে ভিসা	১৪৩
ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ যেভাবে দেবেন	১৪৯
এসওপি আর প্রপোজাল	১৫৩
কিছু জরুরি ডু আর ডোন্টস	১৫৭
পরিশিষ্ট	১৬৭
লেখক পরিচিতি	২২০
পরামর্শ সেবা	২২০৪৯

কেমন ছিল আমার Edভেঞ্চার

আমার উচ্চশিক্ষার যাত্রা মনে হয় ঐ দিনই শুরু হয়ে গিয়েছিল, যেদিন আমি আমার ব্যাচেলর প্রোগ্রামের প্রথম দিনের ক্লাসে অনেকটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই প্রথম সারিতে বসে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোঃ জিন্নাতুল আলম স্যারের মুখে ইচ, নি, সাং, ইয়ং, গো, রোখ, নানা, হাচি, কিউ, জিউ এই শব্দগুলো শুনছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল-কি এগুলা? পরে বুঝতে পারলাম এতক্ষণ যা শুনছিলাম তা জাপানিজ ভাষায় এক থেকে দশের গণনা।

ঐ দিন স্যার মাত্র সাত মিনিটে এত লোভনীয়ভাবে কৃষিতে পড়ার ও উচ্চতর গবেষণার সম্ভাবনাগুলি তুলে ধরেছিলেন যে আর কখনোই সাত সেকেন্ডের জন্যেও মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়তে পারার আফসোস মনে ঠাঁই পায়নি।

অবশেষে কৃষিতে স্নাতক ও ফসল উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর, যখন আমার অধিকাংশ সহপাঠী চাকরির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন আমি বেছে নিলাম এক ভিন্ন পথ— প্রবাসে উচ্চশিক্ষার সন্ধান। কিন্তু সে পথ মোটেও সহজ ছিল না। একজন সঠিক দিকনির্দেশকের অভাব আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি। কয়েকবার তো অনোন্যপায় হয়ে ঢাকার ফার্মগেট থেকে নীলক্ষেত, আর বনানী থেকে গুলশান দৌড়ে বেড়িয়েছি

এজেন্সির দ্বারে দ্বারে। কেন জানি সবখানেই হতাশ হয়েছি রিসেপশনে বসে থাকা ভাইয়া বা আপুর একটি সার্বজনীন বাক্যে—

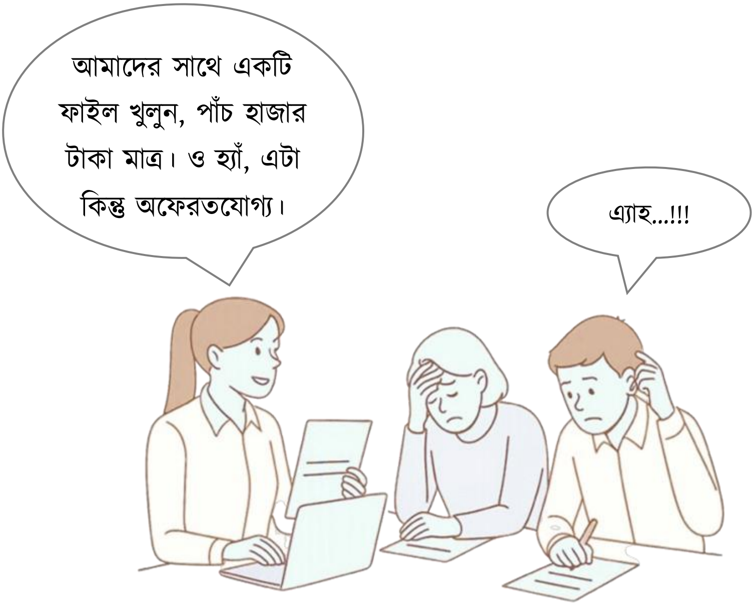

এ যেন তিনশত টাকার এনার্জি বাল্ব এখন একশত টাকায়। শুধু কোম্পানির প্রচারের জন্য, যার প্রচার আজ অবধি শেষই হয় না।

এটা কিন্তু ২০১৮ সালের কথা বলছি। পাঁচ হাজার টাকা তখন প্রায় আমার টিউশনির ত্রি-মাসিক মাইনের সমান ছিল।

তা যাই হোক, এই ব্যাপক দৌড়াদৌড়ির পর এজেন্সি নিয়ে আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধারণা হয়েছিল এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বিভ্রান্তিকর।

এজেন্সি নিয়ে আপনাদের অনেকের মতামত আমার থেকে ভিন্ন হতেই পারে। হয়তো আমিই কোনো হৃদয়বান এজেন্সির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারিনি। তবে এজেন্সির ব্যয়বহুলতা নিয়ে অন্তত কেউ দ্বিমত করবেন না বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্তের খরচ (যেটা অনেক ক্ষেত্রেই মওকুফ যোগ্য), দূতাবাস নির্ধারিত ভিসার খরচ, এবং বিদেশযাত্রা খরচ বা বিমান ভাড়া নাহয় ধরে নিলাম সহনশীল সীমার মধ্যে। কিন্তু এর বাইরেও যেসব খরচ রয়েছে যেমন ফাইল ওপেনিং, দরখাস্ত প্রসেসিং, ভিসা প্রসেসিং ইত্যাদি চার্জগুলো কিন্তু একেবারে কম নয়। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো তথ্যের দ্বারা এটাও জানতে পেরেছিলাম যে, কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে নাকি একটি বড় অংকের বকশিশ নির্ধারিত থাকে যেটা বৃত্তিপ্রাপ্তির পর প্রদান করতে হয়।

সবমিলিয়ে খরচের পরিমাণটা আমার কাছে অনেক বেশি বলেই মনে হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার কথা বিবেচনা করলে কিছু কিছু চার্জকে অত্যাধিক বলা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখি না। নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য এরূপ খরচ বহন করা পুরোপুরি কল্পনার বাইরে।

আবার অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয় মাত্রাতিরিক্ত চার্জই ঠিক আছে। কেনই বা ঠিক থাকবে না, আপনি নিজেই করতে পারেন এমন কাজগুলি যদি অন্য কাউকে দিয়ে করান, তাহলে তার সময় এবং শ্রমের মূল্য তো আপনাকে দিতেই হবে।

মনে আছে সৈয়দ মুজতবা আলীর "রসগোল্লা" গল্পে ঝান্ডুদা'র সেই বিখ্যাত উক্তি—

"খাবি না পরাণ, পই পই করে বললুম রসগোল্লাগুলো নষ্ট হবে।"

পেশাদার দিয়ে কাজ করাবেন আর পকেট থেকে টাকা খসবে না সেটা কি ভাবা যায়...!

এই সুযোগে বলে রাখি, দেশীয় এজেন্সিগুলি পূর্ণবৃত্তি বা ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপ এর তুলনায় ফুল টিউশন, হাফ টিউশন, বা ২৫% টিউশন স্কলারশিপ নিয়েই বেশি নাড়াচাড়া করে কারণ এধরনের স্কলারশিপের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। মূলত একারণেই এজেন্সিগুলোতে ঐ ধরণের উচ্চশিক্ষা পিপাসু শিক্ষার্থীদের ভিড় বেশি হয় যারা উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ খরচের কিছুটা আংশিক বৃত্তিতে এবং বাকিটা নিজ অর্থায়নে জোগান দেবার সক্ষমতা রাখে।

ধরুন আপনি ফুল টিউশন স্কলারশিপ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার খরচ পুরোটাই পেলেন। নিজ খরচে দরখাস্ত করলেন, ভর্তিও হয়ে গেলেন, ভিসাও করে ফেললেন, প্লেনের টিকিটও কেটে ফেললেন, এবং বিদেশ পৌঁছেও গেলেন। এবার আপনার, থাকা-খাওয়া, চলাফেরা, অসুস্থ হলে চিকিৎসা খরচ, গবেষণা থাকলে সেটার খরচ— এগুলো কে দেবে?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে জীবনযাপন খরচের পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে; তবে, যদি শুধু পাশ্চাত্যের উন্নত বিশ্বের ব্যাপারে ধারণা দিতে হয় তবে আমি বলব, এখনকার দর হিসেবে

মাসিক ১৮০০ মার্কিন ডলার এর কমে একজনের থাকা-খাওয়া সহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং সাধারণ চিকিৎসা খরচ চালিয়ে যাওয়াই অনেক কঠিন। আর আপনি যদি আপনার রুমমেট তথা অর্ধাঙ্গ/অর্ধাঙ্গীসহ প্রস্থানের চিন্তা করেন তাহলে হিসাবটা ২২০০ তে গড়ানো খুবই স্বাভাবিক।

এখনকার ডলার মূল্য ১২০ টাকা দরে হিসাব করে দেখুন; আপনাকে মাসিক ২,১৬,০০০ থেকে ২,৬৪,০০০ টাকার জোগান দিতে হবে। গড় হিসেবে ধরলেও আপনার বাৎসরিক ২৮,৮০,০০০ (আটাশ লক্ষ আশি হাজার) টাকার উৎস থাকতে হবে শুধু স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য।

যারা জানেন, বিদেশ যেতে গেলে যে ব্যাংকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেখাতে হয়; এখন কি বুঝতে পারছেন, টাকাটা কোত্থেকে হিসাব করা হয়?

আমার কথা বিশ্বাস না হলে যেকোনো এজেন্সিতে যেয়ে খোঁজ নিতে পারেন, তারা আপনাকে সরাসরি বলে দেবে ব্যাংকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেখাতে হবে। এই টাকার পরিমাণ দেশভেদে ভিন্ন হবে। যেমন- চীন যেতে কম টাকা দেখাতে হয়, কিন্তু লন্ডন যেতে ত্রিশ লক্ষই দেখাতে হবে।

আপনি যদি ন্যূনতম এক বছরের থাকা-খাওয়া, স্বাভাবিক জীবনযাপন, এবং সাধারণ চিকিৎসা খরচ সংক্ষেপে যাকে লিভিং এর খরচ বলে, এই পরিমাণ টাকার উৎসের প্রমাণ দিতে না পারেন তবে জেনে রাখুন, কোনো দেশই আপনাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভিসা দেবে না।

এখন অনেকেই বলতে পারেন, একবার বিদেশে যেতে পারলে সেখানে একটি না একটি ব্যবস্থা হয়েই যায়। পার্ট-টাইম কাজ; যেমনঃ আরএ (রিসার্স আসিস্ট্যান্টশিপ), টিএ (টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ), ওয়েটার বয়, পিৎজা ডেলিভারি এগুলো তো সহজলভ্য। যদি তাও না হয়, তবে ওসি (অনিওন কাটার) বা ডিসি (ডিশ ক্লিনার) তো হওয়াই যাবে। এগুলা করেই লিভিং-এর খরচ জোগাড় হয়ে যাবে। ব্যাংকে টাকা দেখিয়ে দেব কিন্তু সেটা তো আর খরচ হবে না।

আমি বলি কি ভাই, আপনার সব কথাই মানলাম; তা ভাই আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন—

- আপনি কি পড়তে যাবেন, নাকি পার্ট-টাইম চাকরি করতে?
- দৈনিক টাকার চিন্তা মাথায় নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন তো?
- পার্ট-টাইম চাকরি যে আপনি পাবেনই তার গ্যারান্টি কি?
- যদি কোনো মাসে আপনার চাকরি না থাকে তবে চলবেন কীভাবে?
- আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে ঐ মাসে টাকা কে দেবে?
- বাদ দেন, ব্যাংকে যে ত্রিশ লাখ টাকা দেখাবেন সেই টাকাটা কোথায়?

থাকুক, আমাকে কোনো উত্তর দেওয়া লাগবে না। নিজেকে দিয়েছেন তো, তাতেই চলবে।

আপনি উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হলে, আর্থিক সচ্ছলতা আপনাকে সোজাসাপ্টা চিন্তায় বাধাগ্রস্ত করতে পারে; তবে আপনি যদি উচ্চ মধ্যবিত্ত,

লেখক পরিচিতি

ড. শেখ ফারুক আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, ফসল উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)
গাজীপুর ১৭০৬, বাংলাদেশ
ইমেইলঃ ahmedsheikhfaruk@gmail.com

পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো (প্রাক্তন)
ডিপার্টমেন্ট অব ফুড এগ্রিকালচার এন্ড
বায়োরিসোর্সেস, এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

ড. শেখ ফারুক আহমেদ এর জন্ম বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কুষ্টিয়ার পোড়াদহ ইউনিয়নের চিথলিয়া গ্রামে। গ্রামীণ পরিবেশের শৈশব তাঁকে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিয়েছে—কখনো প্রশ্নে, কখনো নিঃশব্দে। বিজ্ঞান তাঁর কাছে শুধু গবেষণার বিষয় নয়, বরং একটি গল্প— জীবনের, পরিবেশের, ভবিষ্যতের।

কৃষিতে স্নাতক ও ফসল উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেই, তিনি উচ্চশিক্ষার সুযোগ সন্ধানে নামেন। পথটি দুর্গম ছিল, কেননা সঠিক দিকনির্দেশকদের সংখ্যা ছিল নগন্য, উপরন্তু ব্যবসায়িক এজেন্সিগুলো ছিল ব্যয়বহুল এবং বিভ্রান্তিকর। তথাপি, তিনি স্বপ্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, এবং থাইল্যান্ড এ পূর্ণবৃত্তিতে পিএইচডি এর আহ্বান পান। তৎকালীন বিশ্বমহামারী COVID-19 এর ক্রমবর্ধমান প্রকোপ রোধে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের চীন ও পাশ্চাত্যে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ থাকায় ড. ফারুক থাইল্যান্ডেই তার উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি থাইল্যান্ডের "এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি" হতে সর্বোচ্চ সম্মানজনক H M King's Scholarship এর সহিত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও প্রকৌশলে পিএইচডি সম্পন্ন করেন

এবং গবেষণার জন্য সম্মানজনক TGIST Award অর্জন করেন। পাশাপাশি, তিনি অনেগুলি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন RIMES, CTCN, FAO এর সাথে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি নিয়ে গবেষণাও করেছেন যার অধিকাংশই খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত। মার্কিন আন্তর্জাতিক সংস্থা The Rockefeller Foundation ড. আহমেদ এর গবেষণা যাত্রা নিয়ে একটি অনুপ্রেরণামূলক প্রবন্ধও প্রকাশ করেছে।

ড. আহমেদ মূলত একজন গবেষক ও শিক্ষক, যিনি বিজ্ঞান ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে বিশ্বাসী। বর্তমানে ড. আহমেদ গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার পাশাপাশি টেকসই ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন।

রিসার্চ প্রোফাইল লিংকসমুহঃ

- orcid.org/0000-0001-6771-2924
- linkedin.com/in/ahmed-sheikh-faruk/
- researchgate.net/profile/Sheikh-Faruk-Ahmed
- scholar.google.com/citations?user=gO3GuvIAAAAJ&hl=en
- scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58271984700

পরামর্শ সেবা

প্রবাসে উচ্চশিক্ষা সহ ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ সংক্রান্ত সংক্রান্ত সাধারণ জিজ্ঞাসা এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ সেবার জন্য নিচের কিউ আর (QR) কোডটি স্ক্যান করুন অথবা নিচে দেয়া লিঙ্কটি ব্যাবহার করুন।

https://shobaz.com/consultancy

ISBN Number: 978-984-35-9448-8

সৌজন্যে এবং সার্বিক সহযোগিতায়

Krishi Hospital - কৃষি হাসপাতাল

(Care Towards a Greener Planet – সবুজ পৃথিবীর প্রত্যাশায়)

www.facebook.com/groups/krishihospital

www.krishihospital.org

hospitalkrishi@gmail.com